

Present : Md Hasan Zaman , Judge, Artha Rin Adalat No.1, Dhaka

Order no-07
Dt-08.04.2026

Today is fixed for maintainability hearing of the present Misc case.

The petitioners are present by filing hazira.

The petitioners have moved an application under section 19 (sub-sections (2) r/w section 57 of Artha Rin Adalat Ain 2003, for the relief of setting aside the Ex-party Judgment and decree dated 31.07.2024 and 01.08.2024 which was passed by this court in **Artha Rin Suit No. 2235 of 2023** against them.

From the material on record, it appears that the original suit **bearing No. 2235/2023** was decreed ex parte on 31.07.2024. Learned Advocate for the petitioner asserts that he first became aware of the ex parte decree on 04.03.2026. Within thirty (30) days from such knowledge, on 02.04.2026, he presented the present miscellaneous application and deposited 10% of the decretal amount by **pay-order No. DSA 4867050** amounting to Tk. **65,000/-** as required by Section 19(3) of the Act.

Section 19 of the Act provides a mechanism to protect the substantive rights of parties who were absent or otherwise prevented from defending proceedings culminating in an ex parte decree, by permitting such parties to apply to set aside the decree upon satisfying certain statutory conditions — in particular, the promptness of application after knowledge of the decree and the deposit of 10% of the decretal amount where so required by the relevant sub-section. The statutory purpose is twofold: to balance finality in litigation with the requirement of access to justice and to deter dilatory or oppressive applications by requiring a monetary undertaking.

There is no dispute that the application under challenge was presented within thirty (30) days from the date the applicants learned of the ex parte decree (knowledge dated 04.03.2026; application dated 02.04.2026). The applicant has produced documentary evidence of the pay-order for 10% of the decretal amount (PO No. **1 No. DSA 4867050** for TK. **65,000/-**), which has been accepted by the Court and placed on record. The deposit thus complies with the mandate of Section 19(3) as averred.

The Court notes that, although the decree was passed on 31.07. 2024, the applicant did not become aware of the decree until 04.03.2026— a period of some 20 Months 03 days only. However, the statutory enquiry is not principally concerned with mechanical delay between decree and knowledge of decree; rather the critical questions are (i) whether, upon

learning of the decree, the applicants promptly sought relief and (ii) whether they have shown a bona fide intention to contest the suit on merits. The materials before the Court, including the application, the counsel's submissions and the deposit of 10% of the decretal amount, satisfy the Court that the applicant acted promptly upon knowledge and intend to contest the claim on merit. Having paid the statutory deposit and having shown a prima facie case of intention to contest, the delay between decree and discovery of the decree is of no decisive prejudice to justice in this case. The cornerstone of civilized adjudication is that disputes are decided after both sides have had an opportunity to present their cases. Allowing the applicant to contest the matter on its merits will advance the cause of justice and will not occasion any undue prejudice to the opposite party which can be remedied by directions as to service and expeditious progression of the suit. In contrast, refusing restoration in circumstances where statutory requirements have been complied with would cause irreparable prejudice to the applicants' right to be heard.

Having considered the pleaded facts, the documentary evidence (including the pay-order), the arguments advanced by learned counsel and the relevant statutory provision, the Court is satisfied that: (a) the application was filed within thirty (30) days of the applicants' knowledge of the ex parte decree, and (b) the applicants have deposited the amount required under Section 19(3) of the Act. In the exercise of the Court's discretion and in the interest of justice, the application for setting aside and vacating the ex parte decree and for restoration of the original suit must be allowed.

Hence

It is Ordered

that the present Misc Case dated 02.04.2026 brought by **Md Enamul Islam** under Section 19(2) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 for setting aside the ex parte decree is **allowed**.

Thus the ex parte judgment and decree dated **31.07. 2024** passed in Artha Rin Suit No. **2235 of 2023** against the applicants is hereby **set aside**.

The Artha Rin Suit No. 2235 of 2023 is **restored** to the file and the case shall stand revived to the stage of filing of written statement by the defendants (i.e., the present applicant).

The pay-order No. **DSA 4867050** for TK. **65,000/-** (representing 10% of the decretal amount) produced by the applicant is taken on record in compliance with Section 19(3) of the Act. The deposit shall remain in the

মিস মোকদ্দমা নং ১৬/২০২৬

court custody and be dealt with in accordance with law at the time of final disposal of the suit; any entitlement to refund or adjustment will be determined by the Court at any stage in accordance with law.

Serestader is directed to act on this order forthwith and communicate the same to the parties in the usual manner.

To-----for filing of W/S.

মিস মোকদ্দমা নং ১৬/২০২৬

অত্র বিবাদী/দরখাস্তকারীগণ Artha Rin Adalat Ain, 2003 এর ১৯(২)/১৯(৩) ধারা সহ ৫৭ ধারা মোতাবেক একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়া অত্র আদালত কর্তৃক অর্থ ঋণ মামলা নং ১৮৩২/২০২৩ এ ০২.০৬.২০২৪ তারিখে প্রদত্ত এবং ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে স্বাক্ষরিত একতরফা রায় ও ডিক্রি রহিত করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত মামলায় বর্তমান দরখাস্তকারীগণ বিবাদী নং ১ ও ২ ছিলেন।

দরখাস্তকারীদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, বর্তমান প্রতিপক্ষ/বাদী অত্র অর্থ ঋণ মামলা নং ১৮৩২/২০২৩ দায়ের করেন, যেখানে বর্তমান দরখাস্তকারীগণ বিবাদী নং ১ ও ২ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মামলার নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলা ০২.০৬.২০২৪ তারিখে একতরফাভাবে ডিক্রিকৃত হয় এবং পরবর্তীতে ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে ডিক্রিতে স্বাক্ষর করা হয়।

দরখাস্তকারীগণ দাবি করেন যে, মূল মামলার কোন সমন তাহাদের উপর যথাযথভাবে জারি হয় নাই এবং সমন জারির প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া বাদী পক্ষ একতরফা ডিক্রি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আরও উল্লেখ করেন যে, অর্থ জারী মামলা নং ৮৮১/২০২৪ এর তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রথমবারের ন্যায় উক্ত ডিক্রির বিষয়ে অবগত হন।

পরবর্তীতে দরখাস্তকারীগণ বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করিয়া LankaBangla Finance PLC কর্তৃক প্রাপ্ত ডিক্রিকৃত অর্থের ১০% হিসাবে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা পে-অর্ডার নং ১০০অ-০১৩০৯১৯ মারফত আদালতে জমা প্রদান করেন, যাহা আইনগত পূর্বশর্ত পূরণ করে।

অপরদিকে, বাদী/বিপক্ষ পক্ষ দরখাস্তের বিরোধিতা করিয়া দাবি করেন যে, মূল মামলার সমন বিবাদীগণের নিকট প্রসেস সার্ভার ও ডাকযোগে যথাযথভাবে জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত জারি সম্ভব না হওয়ায় আইন অনুসারে “দৈনিক আজকের জীবন” পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত জারি সম্পন্ন করা হয়। তাহাদের বক্তব্য, বিবাদীগণ মামলার বিষয়ে অবগত থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে হাজির হন নাই এবং ফলত মামলা একতরফাভাবে ডিক্রিকৃত হয়। বর্তমান মোকদ্দমা কেবলমাত্র ডিক্রির কার্যক্রম বিলম্বিত করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া তাহারা দাবি করেন।

সিদ্ধান্ত বিষয়

১। ০২.০৬.২০২৪ তারিখে প্রদত্ত এবং ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে স্বাক্ষরিত একতরফা রায় ও ডিক্রি দরখাস্তকারীদের প্রার্থনা মোতাবেক রহিতযোগ্য কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

দরখাস্তকারীগণ তাহাদের মামলা প্রমাণার্থে খোরশেদ আলম (পি.ডব্লিউ.১) নামীয় একজন সাক্ষী পরীক্ষা করেন। তবে তাহার সাক্ষ্যগ্রহণকালে কোন দলিল উপস্থাপন করা হয় নাই। অপরদিকে, পি.ডব্লিউ.১ এর জেরায় বিপক্ষ পক্ষ স্বীকার করেন যে, বর্তমান মোকদ্দমা মঞ্জুর হইলে তাহাদের কোন আপত্তি নাই।

মিস মোকদ্দমা নং ১৬/২০২৬

নথিপত্র, মৌখিক সাক্ষ্য এবং সমগ্র রেকর্ড সতর্কতার সহিত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীগণ মূল আর্থ ঋণ মামলা নং ১৮৩২/২০২৩ এর বিবাদী ছিলেন এবং তাহারা ধারাবাহিকভাবে দাবি করিয়া আসিতেছেন যে, সমন যথাযথভাবে জারি না হওয়ায় তাহারা মামলার বিষয়ে অবগত ছিলেন না। রেকর্ডে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীগণের বিরুদ্ধে জারিকৃত সমন আইনানুগভাবে প্রত্যাবর্তিত হয় নাই এবং ব্যক্তিগত জারির সন্তোষজনক প্রমাণও নথিতে বিদ্যমান নহে।

যদিও পরবর্তীতে সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে সাবস্টিটিউট জারি করা হয়, তথাপি শুধুমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেই কার্যকর জারি বলিয়া গণ্য হয় না, যদি না প্রমাণিত হয় যে উক্ত সংবাদপত্র বিবাদীগণের বসবাস বা ব্যবসাস্থলের এলাকায় পর্যাপ্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে উক্ত প্রচলন সম্পর্কে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নাই। ফলে উক্ত প্রতিস্থাপিত জারি কার্যকর ও বৈধ জারি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি এই যে, যথাযথ সমন জারি ব্যতীত একতরফা ডিক্রি বহাল রাখা যায় না। ৩৫ উখজ (অউ) ১৬২ মামলায় বর্ণিত নীতি অনুসারে যথাযথ সমন জারি না হইলে একতরফা ডিক্রি রহিতযোগ্য।

এছাড়াও লক্ষণীয় যে, বিপক্ষ পক্ষ স্বয়ং সাক্ষ্যের মাধ্যমে বর্তমান মোকদ্দমা মঞ্জুর হইলে তাহাদের কোন আপত্তি নাই বলিয়া স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন, ফলে মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করিলে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব, যথাযথ সমন জারির প্রমাণের অভাব এবং দরখাস্তকারীগণকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে বিবেচনায়, অত্র আদালত সন্তুষ্ট যে একতরফা ডিক্রি বহাল রাখা সমীচীন হইবে না।

ন্যায়বিচারের স্বার্থে ও মামলার মেরিটে বিচার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বর্তমান মোকদ্দমা মঞ্জুরযোগ্য।

আদালত ফি যথাযথ প্রদান করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ করা যাইতেছে যে,

Artha Rin Adalat Ain, 2003 এর ১৯(২) ধারা মোতাবেক দায়েরকৃত বর্তমান মোকদ্দমাটি বাদী/বিপক্ষ পক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে খরচা ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হইল।

০২.০৬.২০২৪ তারিখে প্রদত্ত এবং ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে স্বাক্ষরিত অর্থ ঋণ মামলা নং ১৮৩২/২০২৩ এর একতরফা রায় ও ডিক্রি রদ ও রহিত করা হইল।

উক্ত অর্থ ঋণ মামলা নং ১৮৩২/২০২৩ পুনরায় মূল নথি ও নম্বরে পুনঃস্থাপন করা হইল এবং বিবাদী নং ১ ও ২ এর লিখিত জবাব দাখিলের পর্যায় হইতে কার্যক্রম চলিবে।

পে-অর্ডার নং ১০০অ-০১৩০৯১৯ মারফত জমাকৃত ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা আদালতের হেফাজতে সংরক্ষিত থাকিবে এবং মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকালে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সেরেস্তাদারকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হইল।

মিস মোকদ্দমা নং ১৬/২০২৬

লিখিত জবাব দাখিলের জন্য ----- তারিখ ধার্য করা হইল।